গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা
www.moha.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০৩৬.১৮ - ৭২

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩২
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭) সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে আরআরএফ, রাজশাহী-তে কর্মরত আছেন। তিনি অফিসার ইনচার্জ হিসেবে রাঙ্গুনিয়া থানা, চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়:

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিঃ) মোঃ ইসলাম আলী মোল্লা আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লা-কে (রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার মামলা নং-০৭/২১, তাঃ ১৯/০২/২০১৭ ধারা ৩৭৯ দঃবিঃ) তার (জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির) মৌখিক নির্দেশে কোন রকম পিসিপিআর যাচাই বাছাই ছাড়া গত ২৬/০২/২০১৭ তারিখে উক্ত চুরি মামলায় গ্রেফতার দেখান। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার (জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির) মৌখিক নির্দেশে উক্ত আসামিকে রিমান্ডের জন্য আবেদন করেন এবং তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরবর্তীতে উক্ত মামলা হতে মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে অব্যাহতি প্রদান করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সত্য নং-১৯, তারিখঃ ২৮/১১/২০১৭ দাখিল করেন এবং বিজ্ঞ আদালত উক্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন; এবং

(খ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার মামলা নং-১৩, তাঃ ২৬/০২/২০১৭ এর মত একটি স্পর্শকাতর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই হায়দার আলী আকন তার (অভিযুক্তের) নির্দেশে এজাহার নামীয় আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। কিন্তু উক্ত মামলার ভিকটিম ইসরাত সুলতানা তাহিন, পিতা মোঃ জসিম উদ্দিন, স্কুল শিক্ষক ওমর ফারুক ও প্রত্যক্ষদর্শী ৭ম শ্রেণির ছাত্র মোঃ ওয়াহেদ আলম পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিঃ) মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে ১৬১ ধারায় লিখিত জবানবন্দিতে জানান যে, উক্ত মামলার এজাহারে অপ্রীতিকর শ্লীলতাহানির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে মামলা রুজু হয়েছে উক্ত দিনে ঐ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে নাই। মামলাটির তদন্ত তদারকী কর্মকর্তা মোঃ মশিউদ্দৌলা রেজা (পিপিএম), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর), চট্টগ্রাম তার স্বাক্ষরিত ২০/০৩/২০১৭ তারিখের তদন্ত তদারকীর নির্দেশাবলীতে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩) এর ২২ ধারা মতে ভিকটিমের জবানবন্দী গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা তা না করে দায়সারা তদন্ত করেছেন। দায়েরকৃত মিথ্যা ও কাল্পনিক মামলার ঘটনার সত্যতা না পাওয়ায় পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিঃ) মো: দেলোয়ার হোসেন, রাঙ্গুনিয়া মডেল থানা, চট্টগ্রাম তদন্ত শেষে চূড়ান্ত রিপোর্ট তথ্যগত ভুল নং-০৪, তারিখঃ ০৭/০৬/২০১৭, ধারা-১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩) বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। বিজ্ঞ আদালত উক্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে উক্ত মিথ্যা মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

(গ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাঙ্গুনিয়া থানার অপমৃত্যু মামলা নং-৫/১৬, তারিখ-২৭/০৭/১৬ এর ভিকটিম মৃত মোঃ ইকবাল হোসেনের সুরতহাল রিপোর্ট করার সময় ভিকটিমের পিতা মোঃ নুর হোসেন ও বোন রিনা আক্তার মামলার ঘটনাস্থলে ও থানায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সুরতহাল রিপোর্টে তাদের সনাক্তকারী হিসেবে কোন স্বাক্ষর বা টিপ সহি নেওয়া হয়নি। সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনায় ০১ নং আসামী মোঃ সৈয়দ আলম এর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ভিকটিম ইকবাল হোসেনের পিতা মোঃ নুর হোসেন পুত্র হত্যার মামলা করার জন্য ২ মাস যাবত তার নিকট ঘুরাফেরা করা সত্ত্বেও কোন মামলা রুজু করেননি। পরবর্তীতে বাদী নিরুপায় হয়ে গত ১৯/০৯/২০১৬ তারিখে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রামে আসামি ১। মোঃ সৈয়দ আলম ২। বুলেট প্রকাশ বুলেইট্যা ৩। মোঃ জাহিদুল ইসলাম ৪। মোঃ মামুন ৫। আলমগীর সিরাজদীদের বিরুদ্ধে সিআর মামলা নং-২২৭/১৬, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৬ ধারা-৩৪২/৩৬৫/৩০২/২০১/ ৩৪ দঃবিঃ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত অভিযোগটি সরাসরি এফআইআর হিসেবে গণ্য করে তাকে ৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে দীর্ঘ ১২ দিন পর রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার মামলা নং-১ তারিখঃ ১/১০/১৬ ধারা-৩৪২/৩৬৫/৩০২/২০১/৩৪ দঃবিঃ রুজু করেন। তার এহেন বিলম্বে মামলা রুজুর কারণে এজাহারে নামীয় ১নং আসমি মোঃ সৈয়দ আলম ও ৪নং আসামি মোঃ মামুন বাংলাদেশ হতে বিদেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়; এবং

চলমান পাতা-২

(ঘ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে রিক্সাচালক কবির আহম্মদ এর কন্যা ভিকটিম জান্নাতুল ফেরদৌস (১৩) পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী মোঃ শাহ আলম এর বাড়িতে ঝিয়ের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন উক্ত শাহ আলম কর্তৃক অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ার ঘটনা আড়াল করার লক্ষ্যে ভিকটিমের আপন ভাই মোঃ সফুর (১৬) এর বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানায় মামলা নং-১২ তারিখঃ ৯/০৫/২০১৫ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারা রুজু করেন। তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিকটিমের আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা রুজু করেন। তিনি আসামিকে ভিকটিমের গর্ভপাত করানোর সুযোগ দেওয়ায় ডিএনএ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি; এবং

(ঙ) তিনি রাঙ্গুনিয়া থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে সরফভাটা মীরেরখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ অহিদুল ইসলাম (৪২), পিতা-মৃত আবুল হোসেন এর সাথে স্থানীয় চেয়ারম্যান এর স্কুল কেন্দ্রিক বিরোধ থাকায় পরিকল্পিতভাবে চেয়ারম্যানের অনুগত জনৈক জাহাঙ্গীর আলমের ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া কন্যা লিমা আক্তারকে স্কুল চলাকালীন যৌনপীড়নের কথিত অভিযোগে রাঙ্গুনিয়া থানার মামলা নং-৫ তারিখঃ ৭/০২/২০১৭ ধারা- নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় রুজু করেন। ফলে শিক্ষক অহিদুল ইসলামকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি অন্যত্র বদলি হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা এসআই/ মুজিবুর রহমান তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা না পাওয়ায় স্কুল শিক্ষক অহিদুল ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে বিজ্ঞ আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

(চ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে মোঃ ইব্রাহীম মোল্লা, পিতা মৃত মোঃ আব্দুর রহমান এর সাথে স্থানীয় চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম ও হোসনাবাদ ইউপি চেয়ারম্যান মীর্জা নাজিম উদ্দিন খোকন এঁর ব্যবসায়িক বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ইব্রাহীমকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হুমকি ধমকি দেয়। পরবর্তীতে মোঃ ইব্রাহীম হয়রানী থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গত ১৮/০১/১৭ তারিখ পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ বরাবর অভিযোগ করেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট হতে বিপুল অর্থের বিনিময়ে পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় খিলামোগল রসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ইসরাত সুলতানা তানিনকে ইভটিজিং করেছে মর্মে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহমানের মাধ্যমে এজাহার নিয়ে মোঃ ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানার মামলা নং-১৩, তাঃ ২৬/০২/২০১৭ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ১০ ধারা রুজু করেন। একই দিনে রাঙ্গুনিয়া থানার মামলা নং-৭/২১, তারিখঃ ১৯/০২/২০১৭, ধারা-৩৭৯ দঃবিঃ সহ বর্ণিত দুইটি মামলায় মোঃ ইব্রাহীমকে আদালতে সোপর্দ করেন। উক্ত মামলা দুইটিতে মোঃ ইব্রাহীম ০৪ মাস হাজতবাস করেন। পরবর্তীতে মামলা দুইটির তদন্তকারী অফিসার এসআই/ দেলোয়ার হোসেন ও এসআই/ ইসলাম আলী মোল্লা আসামি মোঃ ইব্রাহীমকে মামলা হতে অব্যাহতি দিয়ে আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, উপরে বর্ণিত ০৬ টি অভিযোগের ভিত্তিতে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, রাজশাহী (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, রাঙ্গুনিয়া থানা, চট্টগ্রাম জেলা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর ৩৬/২০১৮ রুজুকরত: অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক কারণ দর্শানো হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা আনীত অভিযোগের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন । ব্যক্তিগত শুনানি শেষে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, পিপিএম (বিপি-৬৯৯৯০৭১০৫৫), অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় । তদন্তে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগসমূহের মধ্যে উপর্যুক্ত ক্রমিক (ঘ)-এ বর্ণিত অভিযোগ ব্যতীত ০৫টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর ০৫ টি অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(খ) মোতাবেক গুরুদন্ডের আওতায় কেন তাকে চাকুরী হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" করা হবে না সে মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় । তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন । জবাবে তিনি "চাকুরী হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার এর বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষীদের জবানবন্দি, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পুনরায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় এবং ২য় কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭)-কে 'গুরুদন্ড' হিসেবে চাকুরী হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

চলমান পাতা-৩

যেহেতু, প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার-কে চাকুরী হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার কারণ দর্শানোর জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(খ) মোতাবেক "গুরুদণ্ড" হিসেবে চাকুরী হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০০০.১৩৫.২৭.০৩৬.১৮- ৭২

তারিখঃ ২৬ মাঘ ১৪৩২
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
০৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। সিনিয়র সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
০৫। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
০৬। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
০৭। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)
০৮। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৯। উপসচিব, পুলিশ-১ শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১১। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ...
১২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৩। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার (বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত), আরআরএফ, রাজশাহী
১৪। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
১৫। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা/পুলিশ ও এটিএমসি) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬। অফিস কপি।

০২/২/২৬

রোকেয়া পারভীন জুঁই
উপসচিব